ইসলামী আদালত

(১)

জর্দা-পান

আব্দুল হামীদ মাদানী

আমাদের উপমহাদেশে পান প্রায় লোকেই খায়। তা খাওয়া বৈধ না অবৈধ তা নিয়ে ফতোয়াবাজিও চলে। অবশ্য চা ও চায়ের পাতি যেমন আলাদা, তেমনি পান ও পানের পাতা নিশ্চয়ই আলাদা।

উলামাগণ বলেন, পান-পাতা খাওয়া দূষণীয় নয়, দূষণীয় নয় তার সাথে বৈধ মসলা মিলিয়ে খাওয়া। সমস্যা হল, যে মসলাতে শরয়ী নিষেধাজ্ঞা আছে। যেমন পাথুরে চুন; এ চুন সরাসরি মাটির অংশবিশেষ বলে তা খাওয়া অবৈধ বলা হয়েছে।

আর সকল প্রকার জর্দা যেহেতু 'মুফাত্তির' (নেশাজাতীয়, তা খেলে নেশা হয় ও মাথা ঘোরে এবং অধিক পরিমাণে খেলে জ্ঞান হারিয়ে যায়), সেহেতু তা অবৈধ।

কিন্তু সঊদী আরবের আইনে পান-পাতাও নিষিদ্ধ। যেহেতু তা দিয়ে জড়িয়েই নানা মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে মাদকদ্রব্য-সেবীরা। যদিও বড় বড় শহরের সংকীর্ণ অলি-গলিতে পান বিক্রি হয় এবং সে সব গলি মউ-বানারসের আম রাস্তার মত রাঙা লাল হয়ে থাকে। অনেকে দেশের মতই বাসার দেওয়াল ও বাথরুমও পিচকারি কাটা পানের বোলে নোংরা ক'রে রাখে। আর নিজের দাঁত তো কালচে ক'রে রাখেই।

অবশ্য ঐ রাঙা মুখ কেউ মাদক-দমনকারী কর্মীর সামনে দেখাতে পারে না। কারণ, তাতে সমস্যা হতে পারে।

পান-খেকো ঐ রাঙা মুখ নিয়ে আরবের অনেকে ঠাট্টাও করে। ইন্টারনেটে তার আভাষ পাওয়া যায়। যেমন বাঙালীর মাথায় তেল নিতে দেখে অবাক হয়ে বলে, 'এশ হাযা? হাযা রা'স অল্লা সাইয়্যারাহ?' অর্থাৎ, একি? এটা কি মাথা না গাড়ি?

অনুরূপ মুখে পানের রাঙা বোল দেখে অনেকে ব্যঙ্গ ক'রে বলে, 'এশ হাযা? আল-হাইয ফিল ফাম?!' অর্থাৎ, একি? মুখেও মাসিক?!

মক্কার মিসফালার গলিতে হোটেলের ধারে-পাশে অনেক হাজী সাহেবও পান বিক্রি হতে দেখে থাকবেন। ঐ সব পান-বিক্রেতারা পুলিশের গন্ধ পেলেই ডালা নিয়ে ছুটে পালায়।

সঊদী আরবে পানের পাতা যে নিষিদ্ধ তা প্রথম জেনেছিলাম মদীনা ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় বর্ষে। দিল্লি থেকে জিদ্দা এয়ারপোর্টে নেমে সকলের সামান চেক হল। এক সাথী ছাত্রের ব্যাগে প্রায় ১০ গোছ পান পাওয়া গেল। চেকার-পুলিশের সে কি রাগ! পানগুলি বের ক'রে বলতে লাগল, 'আন্তা জিবতা হাযা? আন্তা মুসলিম? কাইফা আন্তা মুত্তাওয়া?' অর্থাৎ, তুমি এগুলো নিয়ে এসেছ? তুমি কি মুসলিম? কেমন দাড়ি-ওয়ালা তুমি?

তারপর এক বাংলাদেশী সহকর্মীকে কাঁইচি আনা করিয়ে সব পানগুলিকে কুচিকুচি ক'রে কাটা করিয়ে ডিব্বায় ফেলা করাল, যাতে অন্য কেউও তা ব্যবহার করতে না পারে!

সঊদী আরবে যাঁরা ছোটখাট শহরে অথবা মাঠে-মরুভূমিতে বাস করেন, তাঁরা পান খাওয়ার অভ্যাসী হলে বড় বড় শহর থেকে লুকিয়ে পান আনিয়ে খান। পান শুকিয়ে রেখে খান, ফ্রিজে রেখে খান। এক খিলি পান তিনদিন খান। তবুও তাঁরা পানের মায়া ভুলতে পারেন না। অনেকে বলেন, খাওয়ার পর এক খিলি পান না খেলে মুখটা গোবর হয়ে থাকে। তাছাড়া অনেকের নিকট তা ফ্যাশনও বটে। মেহমানকে খাতির করার জিনিসও বটে। আর তার জন্যই তো আমাদের দেশে বরযাত্রীর দল পান না পেলে মারমূর্তি হয়ে ওঠে।

বিয়ে পড়ানোর সময় কাঁসের থালাতেও কোন উদ্দেশ্যে পান-সুপারি রাখা হয় জাহেলী প্রথায়। বরং বিয়ে পড়ানোর পর বরকে পান দিয়ে আধা পান দাঁতে কেটে নিতে এবং বাকি আধা কনেকে খেতে দিতে আদেশ করা হয়। এই পানে নাকি মুখ রাঙা হওয়ার সাথে সাথে তাদের দাম্পত্য জীবনের শুভ নতুন দিবসের সুপ্রভাতে সুখের নবারুণও রাঙা হয়ে ওঠে!

পানখেকোরা যে দেশেই যান, পান তাঁদের সাথে যায়। অভ্যাস তো। মানুষ মাত্রই অভ্যাসের দাস। তাঁদের মন যেন বলে,

'পান আমার প্রাণ গো, পান আমার জান,
পানে আছে সুখ-স্বস্তি, পানে আছে মান!'

এমনই এক পানখেকো বাঙালী আল-কাসীম থেকে রিয়ায গিয়েছিল কোন কাজে। ফিরার পথে বাতহা থেকে ছয় খিলি পান কিনে জান-জান ক'রে রেখে বাসায় ফিরছিল। কারণ রাস্তায় চেকিং-এর ভয় তার মনে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল।

হলও তাই, যেখানে বাঘের ভয় ছিল, সেখানেই তার সন্ধা হল। হাই-ওয়ের চেকিং-এ ধরা পড়ল তার পান। আর পানের সাথে উড়ে গেল তার প্রাণ। তার স্থান হল হাজতে!

প্রায় এক সপ্তাহ পর মামলা এল আল-মাজমাআহ আদালতে। সেখানে বাংলা অনুবাদক আমি। আমাকে সকালে ডাকা হল। আসামীর কাছে বৃত্তান্ত শুনলাম। সে হেসেই বলল, 'পানের জন্য কি জেল খাটতে হয় হুজুর?'

আমি বললাম, 'এ দেশের আইন অনুযায়ী যদি তাই হয়, তাহলে আমার-আপনার বলার কি আছে?'

সে বলল, 'একটু বুঝিয়ে বলুন না হুজুর! পান আমাদের দেশের সবাই খায়। হাজী-গাজী, আলেম-কাযী সবাই খায়। এটা কি হারাম?'

আমি বললাম, 'না, পান তো হারাম নয়। কিন্তু কেন আপনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তা কাযী সাহেবের কাছে জানা যাবে।'

কিছুক্ষণ পর কাযী সাহেবের প্রাইভেট-সেক্রেটারি আমাদেরকে ভিতরে যেতে বললেন। বিচারের বৈঠক বসল।

প্রথমেই কাযী সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন, 'ও ক্বাত ব্যবহার করে কি না?'

আমি আসামীকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল, 'ক্বাত নয় হুজুর! পান। পান জানেন না?'

আমি বললাম, 'জানি তো। কিন্তু কাযী সাহেব যে, ক্বাত বলেন।'

সে বলল, 'ক্বাত কি জিনিস?'

আমি বললাম, 'তা একটি মাদকদ্রব্য।'

সে বলল, 'আপনি তো পান চেনেন হুজুর! আপনি বলুন না, পান।'

আমি বললে কি হবে? কাযী সাহেব বললেন, 'ওর কাছে যা ছিল, তা রিয়াযের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছে, তা মাদকদ্রব্য বলে এই যে রিপোর্ট এসেছে। এটা "মুখাদ্দির" (মাদকতা আনয়নকারী জিনিস)।'

এই বলে একটা কাগজ আমাকে দেখালেন। আমি ভাবলাম, নিশ্চয় কোথাও ভুল আছে। পান-পাতা তো মাদকদ্রব্য নয়। আমি সে কথা খুলেই বললাম, 'মাননীয় বিচারপতি! মাফ করবেন। পান তো মাদকদ্রব্য নয়। আর পান ও ক্বাত এক জিনিস নয়। পানকে আরবীতে "তানবূল" বলে। আমি নিজে তাম্বুল খেয়েছি। আমাদের দেশে আলেম-মুহাদ্দিস সবাই খান। ওতে তো নেশা নেই।'

কাযী সাহেব বললেন, 'কিন্তু তাম্বুল এ দেশে নিষিদ্ধ আপনি জানেন?'

আমি বললাম, 'জানি।'

কাযী সাহেব বললেন, 'সেই আইন অনুযায়ী ওকে তিন মাস জেল এবং তারপর দেশ থেকে বিতাড়নের শাস্তি শুনানো হচ্ছে।'

আসামী বলল, 'হুজুর দেশ থেকে বিতাড়ন শাস্তিটা মাফ করতে বলুন অথবা তার বিনিময়ে অন্য শাস্তি বা বেশিদিন জেল দিতে বলুন। অনেক টাকা-পয়সা খরচ বিদেশে এসেছি। আমারই উপর বাড়ির নির্ভর।'

হাকিমের হুকুমের উপর কথা চলে না। তবুও কাযী সাহেব বললেন, 'আসামী যদি এ বিচারে সম্মত না হয়, তাহলে ওর অধিকার আছে, রিয়াযের "মাহকামুত তামযীয" (সুপ্রিম-কোর্ট)-এ পুনর্বিচারের আবেদন জানাতে পারবে। আজ থেকে দু'সপ্তাহের ভিতরে ও প্রতিবাদ-নামা দাখিল করতে পারে।'

আসামী বিচার মানতে পারল না। আমার মনও মেনে নিতে পারল না। কিন্তু আইনের উপর বলার কিছু নেই।

পানখেকো আসামীকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। বিচারের রেজিষ্টারে সই ক'রে অফিসে ফিরে এলাম। পান খাওয়ার জন্য ৩ মাস জেল? আবার তারপর দেশ থেকে বিতাড়ন? তার মানে চাকরি গেল, ওর নিজের ও দেশের স্ত্রী-ছেলেমেয়েদেরও রুযী বন্ধ হয়ে গেল? এ শাস্তি যেন বেশি মনে হচ্ছে। এ বিচার যেন অন্যায় ও অবিচার মনে হচ্ছে। কিন্তু কি করি, কাকে বলি? অফিসের ম্যানেজার সহ কয়েকজন সহকর্মীকে ব্যাপারটা খুলে বললাম। তাঁরা বললেন, 'এটা আপনার জন্য বৈধ নয়। অন্যায় দেখে চুপ থাকা জায়েয নয়। আপনি বরং আদবের সাথে কাযী সাহেবকে মৌখিকভাবে অথবা লিখে বিষয়টা জানিয়ে দিন।'

সুতরাং ইন্টারনেট থেকে পান আর ক্বাত যে এক জিনিস নয়, তার একটা প্রতিবেদন তৈরী করলাম। তাতে যা ছিল তা নিম্নরূপ ঃ-

১। পানকে ইংরেজীতে Betel-Leaf বলা হয়।

২। পান ভারত উপমহাদেশ তথা ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায় ও ব্যবহার করা হয়।

৩। পান কোন মাদকদ্রব্য নয়। তা ভক্ষণ করলে নেশা হয় না বা মাদকতা আসে না। সুতরাং তা খাওয়া হারাম নয়।

৪। হিজাযে পান প্রসিদ্ধ। সেখানে তাকে 'তাম্বুলী' বলা হয়। আর 'তাম্বুলী'কে হালাল-হারামের কোন কিতাবেই হারাম বলা হয়নি।

৫। পান মসলার সাথে খেতে হয়। কেবল পাতা চিবিয়ে খাওয়া হয় না।

৬। পানের গাছ লতাগাছ, যা মাচান ক'রে চাষ করা হয়। তার ছবি নিম্নরূপ ঃ-

পক্ষান্তরে ক্বাত হল অন্য জিনিস।

১। ক্বাতকে ইংরেজীতে Celastrus edulis বলা হয়।

২। ক্বাত ইয়ামান ও হাবশ প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায় ও ব্যবহার করা হয়।

৩। ক্বাত মাদকদ্রব্য। তা ভক্ষণ করলে নেশা হয় বা মাদকতা আসে। সুতরাং তা খাওয়া হারাম।

৪। হিজাযে ক্বাত প্রসিদ্ধ। সেখানে তাকে 'ক্বাত'ই বলা হয়। আর 'ক্বাত'কে হালাল-হারামের অনেক কিতাবেই হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

৫। ক্বাত-পাতা বিনা মসলায় চিবিয়ে খাওয়া হয়।

৬। ক্বাতের গাছ লতাগাছ নয়। তার কাণ্ড ও ডালপালা আছে। তার ছবি নিম্নরূপ ঃ-

প্রতিবেদনটি নিয়ে বিচারকের প্রাইভেট সেক্রেটারিকে ঘটনা খুলে বলার পর বললাম, 'যদি ভাল মনে করেন, তাহলে কাগজটি কাযী সাহেবের কাছে পৌঁছে দিন। যাতে অজান্তে কারও প্রতি যুলম না হয়ে বসে।'

তিনি আমাকে 'বারাকাল্লাহু ফীক' বলে দুআ দিয়ে অভয় দান ক'রে কাগজটি কাযী সাহেবের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ওয়াদা দিলেন।

আমি ফিরে এলাম। ভাবলাম, যদি কোন কাজ হয়। অন্ততপক্ষে মিসকীনের সফরটাকেও যদি মাফ করানো যায়।

কিন্তু প্রায় মাসখানেক পরে আবার মামলার দিন পড়ল। আসামী সেদিন তার স্পনসরকেও হাজির করেছিল। তবুও কাযী সাহেব মানলেন না। সেই রিপোর্টে যেহেতু মাদকদ্রব্য লেখা আছে, সেহেতু তাঁর হুকুম অনড় রয়ে গেল। তার স্পনসর অনুরোধ করল, আমিও অনুরোধ করলাম, কিন্তু তাতে লাভ হল না।

পরিশেষে কাযী সাহেব আমাকে বললেন, 'আমি জানলাম পান ও ক্বাত এক জিনিস নয়। পান মাদকদ্রব্য না হলে রিপোর্টে উল্লেখ হল কিভাবে? আপনি ওকে জিজ্ঞাসা করুন, পানের সাথে অন্য কিছু ছিল কি না?'

আমি আসামীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'পানের সাথে কি অন্য কিছু ছিল?'

সে বলল, 'জী, তা তো থাকবেই। চুন ছিল, সুপারি ছিল, চমন বাহার ছিল, আর জর্দাও ছিল।'

আমি আকাশ থেকে পড়ে বললাম, 'বেওকুফ দ্য গ্রেট! তা এ কথা আগে বলনি কেন যে, খিলি পান বা জর্দা পান?'

সে বলল, 'হুজুর! পানে তো জর্দা থাকেই।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমরা যে মনে করেছি, কেবল পানের পাতা।'

সে বলল, 'জর্দা কি হারাম নাকি? আমাদের দেশের হুজুররা তো মকরূহ বলেন।'

আমি বললাম, 'যে দেশে বাস করছ, সে দেশের আইন তো মানতে হবে। তাছাড়া সঠিক এই যে, জর্দা, গুল, বিড়ি, সিগারেট, তামাক ইত্যাদি সব হারাম। এখন তোমার এত বড় শাস্তির কারণ বুঝা গেল।'

ব্যাপারটা কাযী সাহেবকে বললাম, 'এখন ও প্রকাশ করছে যে, তাতে কিছু মাদকদ্রব্য মিশানো ছিল।'

তিনি বললেন, 'তাহলে? তদন্ত না ক'রেই কি বিচার হয়?'

আসামীকে বললাম, 'যাও, এবারে জেল খাটার পর বাংলাদেশে গিয়ে খুব জর্দাপান খাও।'